মা একটা গল্প বলবো ?

▣ সাহেলী দেবনাথ

মা আসছেন গো বাপের বাড়ি, সবাই কত আনন্দ করছে। মাগো তুমি আসছো ? সবাই তো কত আনন্দ আয়োজন করছে তোমার জন্য। কোথায় আসছে মাগো তুমি ? তোমার পৃথিবীটা আর আগের মতো নেই মা, সবকিছু বদলে গেছে,সবাই কেমন যেন হয়ে গেছে, সবগুলো মানুষ স্বার্থপর হয়ে গেছে মা। পৃথিবীটা হিংস্র মানুষে ভরে গিয়েছে মা,এই পৃথিবীতে শ্বাস নেওয়া যায় না মা,তুমি যখন আসবে দেখো, তোমারাও খুব কষ্ট হবে।

তাই বলে আমি তোমাকে তোমার বাপের বাড়ি আসতে মানা করছি না গো। তুমি আবার আমার উপর রাগ করোনা গো। মা একটা সত্যি কথা বলি,তুমি তো এখানে থাকো দিনের পর দশমীতে চলে যাও।তখন কত করে বলি যেও না। দেখেছো মা গল্প করতে করতে সত্যি কথাটা তো বলতেই ভুলে গেছি।জানো যখন তুমি দুই-তিন দিনের জন্য মর্ত্যে এসে থাকো তখন সবাই তোমার সামনে কত সুন্দর নাটক করে আর কেউ অভিনয় করে সবাইকে ভালো রাখবে। আবার তুমি চলে গেলেই সবকিছু আগের অবস্থায় ফিরে আসে।

জানো মা সবাই তোমাকে কত ভক্তিশ্রদ্ধা করে, কত ভালোবাসে,আসলে সবকিছু অভিনয়।পৃথিবীর মানুষগুলো খুব সুন্দর অভিনয় করতে আর তোষামোদ করতে জানে। তুমিতো কখনও জানতে চাওনা। তুমি যাবার পর এখানে কি কি হয়। পৃথিবীর মানুষগুলো হিংস্র হয়ে ওঠে,আর তোমার পৃথিবীর কোমল, সুন্দর, ফুলের নতুন কলির মতো মেয়ে গুলিকে ছিঁড়ে খায়। তুমি ছাড়া বাকি সকল নারীজাতীকে এই মানুষরূপী পুরুষ মানুষগুলো হিংস্র বলে সকল মেয়েরা নাকি পন্যসামগ্রী।

তোমাকে সবাই শক্তি রূপে, লক্ষী রূপে পূজো করে আর আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দমিয়ে রাখতে চায়, কি ভালো অভিনয় করতে পারে না তারা বলো মা ? এই হিংস্র পুরুষ গুলো মেয়েদেরকে খুব বাজে ভাবে গো মা ধর্ষণ করে খুন করে,আর সেই রক্তে তারা আনন্দ আয়োজন করে। দেখেছো তুমি কেমন অবাক হয়ে গেছো আমার কথা শুনে, আর আমার প্রচন্ড রাগও উঠছে,ঠিক না মা ? জানো মা আমাদেরও এমন হয় কিন্তু কি জানো মা আমাদের কাছে তোমার মতো ত্রিশূল নেই,থাকলে আত্মরক্ষা করে ওই অসুরগুলোকে নিজেরাই মেরে ফেলতাম। এমনকি জানো মা, আরো ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েদেরকেও এই পশুগুলো রেহাই দেয় না। এই ফুলের মতো বাচ্চা মেয়েগুলো কি বুঝে বলো। জীবন শুরুর আগেই তারা অতলে তলিয়ে যায়। আর এই হিংস্র মানুষগুলোই তোমাকে মা বলে। শুনে বড্ড হাসি পায়।

কি, কি বলছো মা ? আমারা প্রতিবাদ করি কি না ? তোমার এই প্রশ্ন শুনে হাসি পেল মা, রাগ করো না আবার তুমি হাসলাম বলে। আমরা তো শিক্ষিত সমাজ মা আমারা প্রতিবাদ করব না? আমরা কি তোমার মতো অশিক্ষিত যে শুধু হাতের অশ্র নিয়ে যুদ্ধ করবো ! রাগ করছোঃ না মা, আমর কথা শুনে,আমরাও প্রতিবাদ করি, মোমবতি জ্বালিয়ে টাকা খরচ করে, বড় বড় ভাষণ দিয়ে

শোকসভা করে, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ওয়াটস্অ্যাপ পোস্ট করে, নিজেদের মতামত দিয়ে, বিতর্কসভা করে.....ইত্যাদি করে আমরা যখন প্রতিবাদ করি তখন সেই হিংস্র মানুষগুলো সাধারন মানুষের মত জীবন যাপন করে এতো বড়ো অপরাধ করতে। তোমার অসুরের মতো পায়ের নিচে থাকে না। আর এই সব প্রতিবাদের ভিরে সবকিছু একদিন চাপা পরে যায়,কেউ আর, কোনো ফুটফুটে বাচ্চাগুলিও আর বিচার পায়না। এই ইচ্ছে তোমার পৃথিবীর বাস্তব চিত্র মা, বুঝেছো।

আমাদের কাছে ত্রিশূল নেই,কিন্তু গুলি তো আছে মা, সবগুলিকে গুলি করে মারতে ইচ্ছা করে, কিন্তু পা বাড়াতে সাহস পাই না মা, আমিও তো মেয়ে,যদি ওই লোকগুলো মামাকেও বাঁচতে দেয় না। কি করবো বলো মা আমিও তো মানুষ, তোমার মতো হলে আর ভয় করতাম না, কিছু না পারি জুতোপেটা তো করতে পারতা। তাছাড়া আরো কতকি আছে তোমাকে বলে শেষ করতে পারবো না, বধু নির্যাতন,কন্যা ভ্রূন হত্যা, অ্যাসিড গায়ে মারা আরোও কত কি। কত আর বলবো বলো।

তুমি তো কৈলাশে অনেক ভালোই আছো, আমরা এখানে একদম ভালো নেই মা। এখন ভাবো লোকগুলি কেমন অভিনয় জানে, তোমাকে পূজো করে আর আমাদেরকে পায়ের নিচে পিষে মারে। মানুষ দিন দিন শিক্ষিত হচ্ছে মানুষগুলি হিংস্র হচ্ছে।আমরাও উন্নত হচ্ছি মা,আমরা স্বার্থপর হচ্ছি। আমাদেরকে বোঝানো হয় মা, মেয়েদেরকে পড়াও, মেয়েদেরকে বাঁচাও।কিন্তু এই শিক্ষিত সমাজ একবারো একথা বলে না ছেলেদের বোঝাও আর না বুঝলে কষে গালে চড়াও। সবাই বলে আমরা দুর্বল, এমন বলতে বলতে আমরা হয়ে পড়ছি।

কিন্তু জানো মা, আমি একথা বলছি না যে সবাই খারাপ। ভালো খারাপ মিলেই আমরা আছি। ভালোয়াছে বলেই তুমি আসো, চন্দ্র, সূর্য ওঠে। কিন্তু খারাপটা এখন এতো বেশী হচ্ছে মা ? বলো না ?

তুমি আসবে শুনে খুব ভালো লাগছে মা,খুব আনন্দ হচ্ছে। তাই আজ ইচ্ছে হল তোমার সাথে একটু গল্প করি। অনেক কথা বলেছি গো মা রাগ করো না কিন্তু। আশির্বাদ করো মা এমন যেন না হয়, সবার সদ্বুদ্ধির উদ্রেক ঘটাও। ফুলগুলিকে ফুটতে সাহায্য করো, পৃথিবীর সবাইকে সুখে, হাসিমুখে, রোগমুক্তভাবে বাঁচিয়ে রাখো। সবার শুভ করো,মঙ্গল করো। সবকিছু ভালোখারাপ তোমার শ্রীচরনে সর্মপিত। অপরাধ মার্জনা করো মা। তোমার শ্রীচরনে আমাদের শতসহস্র কোটি প্রণাম নিও।

এসো মা মর্ত্যে আসো, তোমাকে সাদর আমন্ত্রন জানাই, শক্তি, সমৃদ্ধি, আনন্দ নিয়ে আসো। অশুভ শক্তির বিনাস নিয়ে আসো। তোমার এই সোনার মর্ত্যে তোমার এই মেয়ে তোমাকে বুকভরা আশা নিয়ে সাদর আমন্ত্রন জানাচ্ছে..... ।।

বাজলো তোমার আলোর বেনু, মাতলো রে ভুবন।।